প্রথম আলো

তারিখ ... 17 JAN 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

মাদ্রাসাশিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ

এমপিওভুক্তদের অনশন চলছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবি পূরণে চেষ্টা করা হবে—কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীরের এমন আশ্বাসে গতকাল মঙ্গলবার আমরণ অনশন ভেঙেছেন ওই সব মাদ্রাসার শিক্ষকেরা।

এদিকে শিক্ষা জাতীয়করণের এক দফা দাবিতে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের আমরণ অনশনের দ্বিতীয় দিন কেটেছে গতকাল। তাঁরা বলেছেন, দাবি পূরণ না হলে কাফনের কাপড় পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে যাওয়ার কর্মসূচি দেবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধিত সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবিতে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির ডাকে ১১ জানুয়ারি থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আন্দোলন করছিলেন শিক্ষকেরা। ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি এবং ৯ জানুয়ারি থেকে তাঁরা আমরণ অনশন শুরু করেন।

গতকাল বেলা দুইটার দিকে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব অনশনস্থলে গিয়ে শিক্ষকদের আশ্বাস দেন। শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, রোববার শিক্ষকনেতাদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কাজী কেরামত আলীর বৈঠক হয়। সোমবার প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষকনেতাদের আরেক দফা কথা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবিদাওয়া এবং তথ্য প্রস্তুত করে দিতে বলেছেন। দু-এক দিনের মধ্যেই তথ্য প্রস্তুত করে দেওয়া হবে। এই অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী কষ্ট না করতে আবারও আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষকদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন।

সচিব শিক্ষকদের অনশন ভাঙার অনুরোধ জানানোর পর সমিতির সভাপতি কাজী রুহুল আমিন চৌধুরী অনশন ভাঙার ঘোষণা দেন এবং আন্দোলন স্থগিত করেন। পরে সচিব এবং তাঁর সঙ্গে থাকা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মাদ্রাসাশিক্ষকদের পানি ও শরবত পান করিয়ে অনশন ভঙ্গ করান।

তবে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈলের ভাংবাড়ি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষক আকতার ফারুক *প্রথম আলোকে* বলেন, স্পষ্ট ঘোষণা হলে ভালো হতো, আমরা সন্তুষ্ট নই, করারও কিছু নেই।

এমপিওভুক্তদের কাফনের কাপড় পরার কর্মসূচি আসছে

শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের আমরণ অনশনের দ্বিতীয় দিনে শিক্ষক বেশি ছিলেন। বেসরকারি শিক্ষা জাতীয়করণ লিয়াজোঁ ফোরামের ডাকে ১০ জানুয়ারি থেকে লাগাতার অবস্থানের পর সোমবার অনশন শুরু হয়। ফোরামের যুগ্ম মহাসচিব মো. রফিকুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, গতকাল সাতজন শিক্ষক অসুস্থ হলে তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে তাঁরা কাফনের কাপড় পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে যাবেন। শিগগির এই কর্মসূচি হবে।